আজকের কাগজ

তারিখ 06 JUN 1995
পৃষ্ঠা 7 কলাম ২

প্রাক-বাজেট ভাবনা

‘সরকার ছাত্রদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে’

-এনামুল হক শামীম

বিপ্লব রহমান ঃ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং জাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেছেন, ‘বর্তমান সরকার ছাত্রদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ সরকারের বাজেট শিক্ষার্থীদের এতোটুকু আশার আলো দেখাতে পারেনি।’ আজকের কাগজের সঙ্গে প্রাক-বাজেট ভাবনা শিরোনামে দেয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি এ কথা বলেন। সাক্ষাতকারের পূর্ণ বিবরণ এখানে পত্রস্থ হলো-

প্রশ্ন ঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর ঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন এক বিপর্যয়ের মুখে। সার কেলেংকারি, কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে সমগ্র কৃষিতে এক চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পায়নে কেউ বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে না, বিদেশি বিনিয়োগের কথা বললেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নিরাপত্তার অভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও এগিয়ে আসছে না। এ সরকার ক্ষমতায় এসে সাড়ে চার হাজার শিল্পকারখানা বন্ধ করেছে। বেকারত্বের সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অর্থনীতিতে এখন দলীয়করণ এবং আত্মীয়করণ চলছে। প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়স্বজন ছাড়া কেউ কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না। এটাই হলো এ সরকারের নীতি। ফলে দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ টাকার অংক দিয়ে শিক্ষাখাতের সর্বোচ্চ বরাদ্দ নির্ধারণ করা সঠিক নয়। জাতীয় বাজেটের কতোভাগ শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ হচ্ছে? ১২ ভাগের বেশি নয়। বঙ্গবন্ধু সরকার শিক্ষাখাতে ২৩ ভাগ বরাদ্দ করে যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলো তা এখনো কেউ ভাঙতে পারেনি। তারপরও যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে সে অর্থও পুরোটা ব্যয়িত হচ্ছে না সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ও ব্যর্থতার কারণে। এরপরও কথা আছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দের একটা বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় খাতে, শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নের জন্যে বরাদ্দ হচ্ছে খুবই কম। বর্তমান সরকার আজ ছাত্রসমাজের শিক্ষার অধিকার প্রশ্নে চরম উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কাগজ-কলমসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি আজ সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত চার বছরে নিউজ প্রিন্টের মূল্য বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন হুমকির মুখে। আর একটি বিষয় আমি এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে চাই, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিয়ে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে সাধারণ শিক্ষাকে চরম অবহেলা করা হচ্ছে। ডঃ কুদরত-ই-খোদার শিক্ষানীতির পর দেশে কার্যত শিক্ষানীতি নেই। সঠিক শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষা খাতে সঠিক বরাদ্দ হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে হল নেট, ছাত্র বেতন বাড়ছে।

প্রশ্ন ঃ দেশে অব্যাহত বেকার সমস্যাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ দেশের বেকার সমস্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলার জন্যে সরকারের ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি দায়ী। বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষা যে ব্যাপারে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের জোর সুপারিশ করেছিলো সরকার তা অবহেলা করছে। চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের সরকারি শূন্য পদগুলোতে অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে নতুন নিয়োগদান করা হচ্ছে না। ক্ষুদ্রশিল্প, কুটির শিল্প যা আত্মকর্ম-সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে বর্তমান সরকারের নীতির ফলে তা আজ ধ্বংসের পথে। কৃষি ক্ষেত্র থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়ার ফলে কৃষকও আজ বেকার হয়ে যাচ্ছে। ঐদিকে সরকার উদার শিল্পনীতির নামে দেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করেছে। ফলে দেশীয় শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে এবং নতুন শিল্প বিকাশ লাভ করতে পারছে না। আর এরই ফলাফল হচ্ছে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে শিক্ষিত যুবকদের ঋণ দেয়ার পরিবর্তে সরকার ঋণ খেলাপীদেরই ঋণ দিতে বেশি উৎসাহী। কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে বিদেশের বাজারে বাঙালি শ্রমিকদের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা আশাব্যঞ্জকভাবে শ্রমিক রফতানি করতে পারছি না। বর্তমান সরকারের এসব কর্মকাণ্ড এবং ব্যর্থতার ফলে বেকার সমস্যা দিনে দিনে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।